ডিগ্রী পরীক্ষা ।। যেমন ব্যবস্থা তেমন ফল

নির্মল সেন

২৬ জুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সব কাগজেই উদ্বেগজনক সুর। জানানো হয়েছে, ডিগ্রী পরীক্ষায় ৭৫.২৩ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। অর্থাৎ পাসের সংখ্যা মাত্র ২৪.৭৭। মন্তব্য করা হয়েছে, এটা নাকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় ১০ বছরের ফেলের রেকর্ড। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল ১০ বছর আগে। খবরের বিশেষত্ব হচ্ছে এ ফলাফলও স্বাভাবিক নয়। ইংরেজীতে ৬ নম্বর গ্রেস দিতে হয়েছে। এর পরও মোট নম্বরের ওপর ১ নম্বর গ্রেস দিতে হয়েছে। তাতেই পাসের হার দাঁড়িয়েছে ২৪.৭৭%। গ্রেস দেয়া না হলে পাসের হার শতকরা ২০ ভাগের কম হতো।

এমনটি ঘটেছিল ২০০১ সালে। তার পরও পাসের হার ছিল ৩৪.২৯ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে পাসের হার ৩৫.৭০। ১৯৯৯ সালে ছিল ৪৪.৩৯ এবং ২০০০ সালে ছিল ৩৩.০৮। আর ২০০২ সালে এসে গ্রেস দেয়ার পরও পাসের হার গতবারের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে ১০ ভাগ। আর এই বিপর্যয় নিয়ে নানান কথা উঠেছে বিভিন্ন মহলে। সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, নকল প্রতিরোধের জন্যই এই বিপর্যয় ঘটছে। আর কুযুক্তি হচ্ছে, এভাবে নকল বন্ধ করা ঠিক হয়নি। যে দেশের সমাজকাঠামো নকলভিত্তিক সে দেশে হঠাৎ নকল বন্ধ করে একদল ছেলেমেয়েকে পথে বসিয়ে কি লাভ? দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে এমন কথা উচ্চারিত হয় এবং একটি বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে নকলের পক্ষেও ওকালতি করার মানুষ পাওয়া যায়।

কিন্তু সত্যি সত্যি নকল না করাই কী এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী? এই অভিযোগটি কি কেউ সত্যি সত্যি বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন? এই কলামেই আমি সেদিন কথাটি লিখেছিলাম। আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম আপনাদের শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি কি? এবার দেখছি সবাই দুঃখ করছেন? হাহুতাশ করছেন পরীক্ষায় এত বেশি ফেল করার জন্য। কিন্তু গতবারের পরীক্ষার ফল কি আশাপ্রদ ছিল? গতবার অর্থাৎ ২০০১ সালে পাস করেছিল শতকরা ৩৫ জন। বাকি ৬৫ শতাংশের জন্য কাউকে তো গতবার চোখের জল ফেলতে দেখিনি। তাহলে এটাই কি স্বাভাবিক ছিল! তাহলে মেনে নিতে হয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন ফেল করলে তেমন কিছু আসে যায় না। '৭৫-এর কাছাকাছি গেলে কিছুটা প্রশ্ন উঠে। খবরে বলা হয়েছে, গতবার ৩৪টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। এবার এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩-এ। এর পর জানতে ইচ্ছা হবে, এর মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী কলেজ ক'টি। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত সরকারী কলেজগুলোর বিরুদ্ধে গত বছর কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিয়েছে কি? তাদের কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যাঁরা শিক্ষা বাদ দিয়ে আমলা হতে চান- তাঁরা কলেজে ঠিকমতো পড়াশোনা করান কিনা?

অনেকেই বলেছেন কলেজের সংখ্যা নিয়ে। বলেছেন যেখানে সেখানে কলেজ হওয়ার জন্য অবস্থা এমন হয়েছে। আমি আগেও লিখেছি। বেসরকারী কলেজ এখন একটি ব্যবসা। এ ব্যবসার জন্য কিন্তু ছাত্র বা শিক্ষক দায়ী নয়। এজন্য দায়ী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রাজনীতিক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দয়া করে বলবেন কি-এই যেখানে সেখানে কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি কি? এই কলেজগুলো কাদের নামে। কাদের পিতা-মাতা বা দলের নেতার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত না হয়ে থাকলে এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি? এ কথাটি সত্য নয় শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি একটি লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার ক্ষেত্র শিক্ষাভবন থেকে সচিবালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চাইলে প্রতিবাদ করতে পারেন। আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। নইলে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে শিক্ষার এ অব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

কিন্তু দুঃখের তো এখানেই শেষ নয়। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল জেলা শহর পর্যন্ত সকল সরকারী কলেজে ডিগ্রী পাসকোর্স বন্ধ করে দেয়া হলো। কেন দেয়া হলো তার ব্যাখ্যা কোনদিন দেয়া হয়নি। আবার দেখা গেল ডিগ্রী পাসকোর্সের মেয়াদ দুই থেকে তিন বছর হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের এ দুটি পদক্ষেপের ব্যাখ্যা কোনদিন পাওয়া যায়নি। অভিভাবকদের কাছে পরিষ্কার নয়, কেন তার ছেলেকে বিএ পাস ডিগ্রীর জন্য তিন বছর পড়তে হবে। এই তিন বছর পর তার সন্তানের জন্য কোন চাকরি অপেক্ষা করছে কি? অধিকাংশ সরকারী ডিগ্রী কলেজে পাসকোর্স পড়া যাচ্ছে না। অনেক টাকা ব্যয় করে বেসরকারী কলেজে পড়তে হচ্ছে। এ সকল কলেজে অনার্স পড়ার সুযোগ নেই। পড়ানোর মতো শিক্ষক নেই। পরিবেশ নেই। অর্থাৎ অভিভাবকের কাছে স্পষ্ট যে, তিনি তাঁর ছেলেকে অনেক অর্থ ব্যয় করে তিন বছর পাসকোর্সে পড়াবেন। তারপর দু'বছর পড়িয়ে মাস্টার্স করাবেন। আর তার পর তাঁর সন্তান স্বল্প ব্যয়ে সরকারী কলেজে ৫ বছর পড়া ছেলেদের পিছনে পড়ে যাবে শুধুমাত্র বিএতে অনার্স নেই বলে। কর্তৃপক্ষ কি খবর রাখেন এক শ্রেণীর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাস্টার্স ডিগ্রী পড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। তাঁরা কি জানেন বিভিন্ন খাতে কত টাকা দিতে হয় সারা বছর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। জানলে কিন্তু একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সব দায়িত্ব কলেজের ওপর চাপিয়ে দিতেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, অনেক ছেলে এখন আর পাসকোর্সে পড়তে চায় না। ভাল ছেলেরা আর এ ধরনের ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয় না। কেন হয় না এ প্রশ্ন কেউ কি ভেবে দেখেছেন? আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন, ভাল ছাত্র এ সকল কলেজে ভর্তি হয় না বলে এ সকল কলেজে পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। তাহলে কি বিশ্বাস করতে হবে শুধুমাত্র মেধাই পরীক্ষার ফলের জন্য দায়ী? শিক্ষক, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার পাঠ্যক্রম কোনটারই কী কোন ভূমিকা নেই? আমি তো মনে করি ভূমিকা আছে বলেই পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে।

আমি প্রথমে সরকারী কলেজগুলোর কথা বলব। যে কোন আগ্রহী পাঠক আমার সঙ্গে ঢাকার শিক্ষাভবনে যেতে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন বদলি হওয়ার ভিড়। এই ভিড় যাঁরা করেন তাঁরা সম্মানিত শিক্ষক। আবার এটাও সত্য যে শুধু ডান হাত দিয়ে দরখাস্ত লিখলেই বদলি হওয়া যায় না। এখানে বাম হাতের কাজও করতে হয়। তাহলে এ লোকগুলো কি পড়াবেন। অথচ এঁদের নিয়েও সরকারের শিক্ষাঙ্গন নামক সংসারটি চলছে। এবং এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাইব-এই পরীক্ষার প্রশ্নে দেশের সরকারী কলেজগুলোর ফল কেমন। সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তা জানাতে হবে।

আর বেসরকারী কলেজ সম্পর্কে লিখতে গেলে অনেক রূপের সন্ধান পাওয়া যাবে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের অবৈধ আয়ের উৎস। এ সকল কলেজে চেহারার পরিবর্তন হয় সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সে প্রেক্ষিতে আমি সরকারের কাছে জানতে চাইব- আপনারা ক্ষমতায় আসার পর কতগুলো কলেজে হস্তক্ষেপ করেছেন, অধ্যক্ষ বা শিক্ষক সরিয়েছেন, দলীয় কোন্দল সৃষ্টি করেছেন? আমাদের না জানালেও খোঁজ নিয়ে দেখুন এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফল কি?

এর পরেও বেসরকারী কলেজে আর এক ঝামেলা আছে। এই ঝামেলা সৃষ্টি করেন সরকারী দলের নেতা, পাতি নেতা, টিএনও এবং ডিসি সম্প্রদায়। এঁদের মন রেখে না চললে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো কষ্টকর। এমনকি এক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে, সব কিছু অচল হয়ে যায়।

আমার মনে হয় এগুলো মূল সমস্যা। কে কোথায় কোন কলেজে পড়ে, কোন শিক্ষক পড়ায়- এর চেয়ে মুখ্য হচ্ছে সরকারের শিক্ষানীতিটি কি? ঐ নীতিতে কলেজ সম্পর্কে কি লেখা আছে? সে লিখিত নীতি অনুযায়ী কলেজ চলছে কি? কলেজে শিক্ষক আছে কি? আমি তো এই কলামে আমার নিজের কলেজের কথাই বলেছিলাম। যে কলেজে জন্মের পর থেকে পদার্থবিজ্ঞানের কোন শিক্ষকের মঞ্জুরি নেই। অথচ পাঠ্যতালিকায় পদার্থবিজ্ঞান আছে। এবারও এ কলেজ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে।

তাহলে এ পরীক্ষা বিপর্যয়ের জন্য দায়ী কে? গতবারের শতকরা ৩৪ জনের পরিবর্তে এবার ৩৫ জন পাস করলে কোন পত্রিকায় এ শিরোনাম হতো না। সকলে খুশি হতেন। একটি মহল বলার চেষ্টা করতেন বর্তমান সরকারের সুশাসনে শিক্ষাঙ্গনে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হচ্ছে। কোন সেশনজট নেই। পরীক্ষার ফলে তার প্রভাব পড়েছে। আমাদের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৩৫ জনই পাস করে গেছে। তবে কেউ বুঝতে চেষ্টা করতেন না বাকি ৬৫ জনের অভিভাবকদের কান্না। কেউ বলতেন না নকলের জন্য এবার পরীক্ষার ফলের বিপর্যয় হয়েছে। কেউ খোঁজ নিতেন না কেন ৪৩ কলেজে কেউ পাস করেনি। কেউ বলতেন না তৃতীয় বিভাগের কথা। বলতেন না যে ভাল ছাত্ররা এখন অনার্স পড়ে। পাসকোর্স পড়তে আসে না। কেউ বলতেন না যে শিক্ষকরা তাঁদের ভূমিকা পালন করেন না, বলতেন না যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলবাজির জন্য শ'য়ে শ'য়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্য প্রকট। প্রত্যাশা তলাহীন ঝুড়ি। চিন্তা-চেতনায় শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে কোন নতুন ধ্যান ধারণা নেই। যখন যেমন খুশি পাশ্চাত্যের আদলে নতুন নতুন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়াই একমাত্র লক্ষ্য। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে।

তার সর্বশেষ চিহ্ন দেখছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নতুন উদ্যোগে। এই উদ্যোগের অধীনে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালু হবে। কাউকে নতুন করে কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্য নয়। চাকরির প্রত্যাশায় কোন সার্টিফিকেট নয়। এখানে অনেক টাকা দিয়ে ধনী সন্তানদের পড়াবার ব্যবস্থা হবে এবং এই অনেক টাকা ভাগাভাগি করে নেবে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষকরা। গরিব দেশে শিক্ষার বিনিময়ে টাকা আয় করার ব্যবসায় নামছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিএনপি জোট সরকার বলবেন কী এটা কোন শিক্ষানীতির অঙ্গ?

আমি দীর্ঘদিন আগে লিখেছি। আজও লিখছি। এটা কোন শিক্ষানীতির অঙ্গ নয়। এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন শিক্ষানীতি না থাকার অনিবার্য পরিণতি। তার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবক। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি বা সমাজব্যবস্থা নয়, নকলই একমাত্র সমস্যা। সুপরিকল্পিতভাবে এ তত্ত্বই সামনে আনা হচ্ছে। বক্তৃতা ভাষণে চুনকাম করা হচ্ছে পুরনো শিক্ষাব্যবস্থাকে। তার অনিবার্য পরিণতি এবারের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল। এ ব্যবস্থা পরিবর্তিত না হলে আগামীবারও হয়ত গ্রেস দিয়ে শতকরা ২/১ ভাগ ছাত্র বেশি পাস করানো হবে। কেউ খুশি হবেন আবার কেউ হা হুতাশ করবেন। মূল সমস্যার দিকে কেউ যাবেন না। তাই দুঃখ করে লাভ নেই! এ ব্যবস্থায় এটাই চলছে এবং চলবে।

এবারে ডিগ্রী পরীক্ষার ফল আমরা যে সমাজে আছি তারই প্রতিফলন। এটাই ঘটছে বছরের পর বছর। এবারে ফেল করার ক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় পত্রপত্রিকায়ও একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। মূলত এবারে পরীক্ষার ফল হচ্ছে যেমন আছি তেমন থাকার প্রতিফলন মাত্র। একটু উনিশ-বিশ হতে পারে। এজন্য তেমন ভাববার কিছু নেই।

এবারে ডিগ্রী পরীক্ষার ফল আমরা যে সমাজে আছি তারই প্রতিফলন। এটাই ঘটছে বছরের পর বছর। এবারে ফেল করার ক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় পত্রপত্রিকায়ও একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। মূলত এবারে পরীক্ষার ফল হচ্ছে যেমন আছি তেমন থাকার প্রতিফলন মাত্র। একটু উনিশ-বিশ হতে পারে। এজন্য তেমন ভাববার কিছু নেই।

দৈনিক

তারিখ 30 JUN 2003